প্রথম আলো বাংলাদেশে

‘আমাদের রক্ষা করো নতুবা গুলি করে মারো’

গ্রিসে বাংলাদেশি অভিবাসীদের আকুতি

আপডেট: ০২:০৬, নভেম্বর ২৪, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

মেসিডোনিয়া সীমান্তের কাছে গ্রিসের একটি এলাকায় আটকা পড়েছেন শত শত ‘অর্থনৈতিক অভিবাসী’। তাঁদের পশ্চিম ইউরোপে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিবাদে এই অভিবাসীরা গতকাল সোমবার থেকে আন্দোলন শুরু করেছেন।

এই অভিবাসীদের মধ্যে কিছু বাংলাদেশিও রয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ বুকে ‘আমাদের রক্ষা করো নতুবা গুলি করে মারো’সহ বিভিন্ন স্লোগান লিখে গতকালের আন্দোলনে অংশ নেন। খবর রয়টার্স ও এএফপির।

খবরে বলা হয়, হাজার হাজার অভিবাসী তুরস্ক থেকে নৌপথে বিপৎসংকুল পথ পাড়ি

দিয়ে গ্রিসে পৌঁছার পর পশ্চিম ইউরোপের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এদের বেশির ভাগই সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তানসহ যুদ্ধপীড়িত দেশগুলোর নাগরিক। তবে তাঁদের মধ্যে মরক্কো, ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ কিছু দেশের 'অর্থনৈতিক অভিবাসী'ও রয়েছেন।

এসব অভিবাসীর প্রধান গন্তব্য জার্মানি ও সুইডেন। কিন্তু ইউরোপের বেশির ভাগ দেশই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কেবল সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তানসহ যুদ্ধপীড়িত দেশগুলোর বাইরের নাগরিকদের তাদের সীমান্তে ঢুকতে দিচ্ছে না। এতে করে বিভিন্ন সীমান্তে আটকা পড়েছেন শত শত লোক। এমন অনেকেই মেসিডোনিয়া সীমান্তবর্তী গ্রিক শহর জেভজেলিজায় প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তাঁবুতে এবং আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে রাত কাটাচ্ছেন। পশ্চিম ইউরোপে যেতে দেওয়ার দাবিতে ওই অভিবাসীরা গতকাল সেখানে দুই দেশের মধ্যে চলাচলের একটি রেলপথ অবরোধ করেন।

এই অবরোধে বাংলাদেশি অভিবাসীদের একটি দলও অংশ নেয়। তাঁদের বুকে লেখা ছিল, 'আমাদের গুলি করে মেরে ফেলো, আমরা কখনোই ফিরে যাব না', 'আমাদের গুলি করে মেরে ফেলো অথবা আমাদের রক্ষা করো। দয়া করে বাংলাদেশকে রক্ষা করো' ইত্যাদি স্লোগান।

মানবাধিকারকর্মীরা ইউরোপের দেশগুলোর এই কঠোর নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলছেন, জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়, বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতেই আশ্রয়ের অনুমতি দিতে হবে।